দৈনিক খবর

তারিখ 10 NOV 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

34

কলেজ শিক্ষক সমিতির মহাসম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

উত্থান পতনের সাথে না থেকে নীতির ভিত্তিতে পাশে দাঁড়ান

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রের মত শিক্ষা ক্ষেত্রেও জবাবদিহিতা চালু করার তাহিদ দিয়েছেন। বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের সংগঠনের বিগত সময়ের অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি তাদের প্রতি 'উত্থান-পতনের সাথে না থেকে নীতি আদর্শের ভিত্তিতে' পাশে এসে দাঁড়ানোর আহবান জানিয়ে বলেন, উন্নয়নের স্বার্থে আমি সবার পাশে থেকে কাজ করে যাব।

প্রধানমন্ত্রী বন্ধ থাকা শিক্ষক কল্যাণ ট্রাষ্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণেরআশ্বাসদিয়েছেন।

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির দু'দিনব্যাপী জাতীয় মহাসম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে প্রতিনিধিত্বমূলক এই জাতীয় সম্মেলন শুরু হয়। সারাদেশের ৬৬৪টি বেসরকারী কলেজের প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষকের প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলনে প্রতি ১০ জনে ১ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন বলে কর্মকর্তারা জানান। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্বে করেন সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ এ কে এম শহীদুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম, ডঃ মঈন খান এমপি

৭-এর পাতায় দেখুন

উত্থান পতনের সাথে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এবং মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম এমপি। শিক্ষক ফেডারেশন চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ এবং কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকরেন।

প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্র ও শিক্ষার স্বার্থে শিক্ষক সমাজকে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার আহবান জানান। তিনি বলেন, গণতন্ত্র অর্জনের চেয়ে গণতন্ত্রের সুরক্ষা আরো কঠিন। এই কঠিন দায়িত্ব পালনে এখন আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

সমিতির বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রসঙ্গ উল্লেখ থাকায় এবং কলেজ শিক্ষকদের সমস্যাসমূহ তুলে ধরার জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শহীদ জিয়াকে হারানোর পর থেকে গত ১২ বছর আপনারা পাশে ছিলেন না। ৯ বছরের আন্দোলনে আমরা আপনাদের হারিয়ে ফেলেছিলাম। আজ আবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। উত্থান-পতনের সাথে না থেকে নীতি আদর্শের সাথে পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। শিক্ষক সমাজের কল্যাণে আমরা আন্তরিক। তাদের পেশাগত বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যবস্থানেয়াহবে।

তিনি শিক্ষা এবং উন্নয়নসহ সর্বক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষায় শিক্ষকদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আমরা চাই আমাদের ছেলেরা দেশে থাকবে। মেধা পাচার হয়ে বিদেশী মতবাদ নিয়ে ছেলেদের গড়ে উঠার জন্য দেশ স্বাধীন হয়নি।

বেগম জিয়া সরকারের ইতিমধ্যে গ্রহণকরা শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন পদক্ষেপের বর্ণনা করে বলেন, আমরা শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে চাই। উৎপাদনমুখী ও আত্ম কর্মসংস্থানমূলক শিক্ষা প্রবর্তন করতে চাই। এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চাই যা হবে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী। এ উদ্দেশ্যে তিনি শিক্ষক সমাজের অভিমত ও পরামর্শ আহবান করেন।

প্রধানমন্ত্রী দেশের সাক্ষরতা হারকে অমর্যাদাকর আখ্যায়িত করেন। একই সাথে তিনি শিক্ষার মান সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা চালু করতে না পারলে শিক্ষার মান উন্নত হবে না। গণতন্ত্রের কাংখিত ফল পেতে হলে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রের সাথে শিক্ষা ক্ষেত্রেও জবাবদিহিতা চালু করতেহবে।

পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হলে বেগম জিয়ার নেত্রীত্বে গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় শিক্ষকদের ভূমিকা গ্রহণ করতে আহবান জানান। একই সাথে তিনি সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষকদের এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে বলেন, দেশকে অপরাধী, সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের হাত থেকে রক্ষা করতে

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ইউনুস খান দেশের জন্য একটি শিক্ষা নীতির অপরিহার্যতা স্বীকার করে বলেন, উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন জরুরী হয়ে পড়েছে। জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি শিক্ষা নীতি প্রণয়নের চিন্তা করা হচ্ছে.

সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমদ প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক আখ্যায়িত করে জাতির জন্য অবদান রক্ষায় শিক্ষকদের হাতে কর্মসূচী তুলে দিতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, আমরা সে কর্মসূচী বাস্তবায়নে ঝাঁপিয়ে পড়ব শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্ব বর্ণনা করে তিনি বলেন, আমরা সরকারীকরণের দাবী করি না। শিক্ষকদের জীবন জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবী করি। সব কলেজকে সরকারীকরণের পথ সঠিক নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা বহুমত বহুপথের সমন্বয়ে জাতীয় উন্নয়ন চাই।

সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ এ কে এম শহিদুল্লাহ স্বাগত ভাষণে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলেন, সরকার বা দেশবাসী যা চায় তার অনেক কথাই আপনার কাছে পৌছায় না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেভাবে চলছে তাতে আর যাই হোক শিক্ষক সমাজ যেভাবে সরকারী কর্মকান্ড আশা করে তার প্রতিফলন আমরা পাই না। তিনি সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের শিক্ষকদের মধ্যে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সমপর্যায়ে বিদ্যমান বেতন বৈষম্য প্রশ্নে সুবিচার চেয়ে বলেন, বাড়তি মাত্র ৪০ কোটি টাকা বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ করা হলে দেশের কলেজ শিক্ষকদের সমপর্যায়ের বেতন কাঠামোভুক্ত করা সম্ভব। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণে সুষ্ঠু নীতিমালার অপরিহার্যতা প্রসঙ্গেও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।